APURVA DARSAN.

A

HISTORICAL POEM

ON A VISIT OF KAIKOBAD, EMPEROR OF DELHI, WITH HIS FATHER.

BY

MOJAMMEL HAK.

অপূর্ব্ব-দর্শন

(কাব্য ।)

(দিল্লীশ্বর কৈকোবাদ ও তৎপিতা বাগ্বর খাঁর সাক্ষাৎ ।)

শান্তিপুর-নিবাসী

শ্রীমোজাম্মেল হক্ কর্ত্তৃক

বিরচিত,

এবং

শান্তিপুর—মহম্মদীয় লাইব্রেরী হইতে

শ্রীমহম্মদ রওসন আলি কর্ত্তৃক

প্রকাশিত ।

উপহার



পরম হিতৈষী

শ্রীযুক্ত আব্দুল বারি মিঞা,

ভ্রাতৃবরের সুকোমল

কর-কমলে

এই

অকিঞ্চিৎকর পুস্তক খানি

কৃতজ্ঞতার

চিহ্নস্বরূপ আন্তরিক

ভক্তি ও শ্রদ্ধা

সহ

সমর্পণ

করিলাম।

শান্তিপুর—নদীয়া। }
১২৯২ সাল; আশ্বিন। }

বাধ্য
শ্রীমোজাম্মেল হক্

অপূর্ব্ব-দর্শন।

(কাব্য।)



প্রথম স্তবক।

দিল্লী-রাজপ্রাসাদ-বিলাস ভবন।

১

গভীর ত্রিযামা, ধরা ঘুমে অচেতন,
নীরব প্রকৃতি বালা, মেদিনী, গগন,
অখিল ব্রহ্মাণ্ড যেন নীরবতা ব্রতে
ব্রতী, আহা বিশ্ব যেন শান্তি-নিকেতন
দিবাভাগে উঠেছিল যেই স্থান হতে
ঘোর কোলাহল ব্যাপি বিশাল গগন
এবে নাই, প্রকৃতির এ দৃশ্য কেমন
চমৎকার, অভিনয় চিত্ত-বিনোদন।

২

মৃদুল হিল্লোলে স্নিগ্ধ নৈশ সমীরণ
বহিতেছে স্তব্ধভাবে করিয়া লুণ্ঠন
কুসুম-সুরভি, সুখে প্রীতি-উপহার
প্রকৃতি সতীর পদে, (মন যোগাইয়া)
করে সমর্পণ, চিত না চাহে কাহার
সেবিবারে সে অনিল ? হেলিয়া দুলিয়া
নশ্বর নবীন দল গুলি তরুশিরে
কে বলিবে কিবা সুখে নাচে ধীরে ধীরে।

৩

দিবসের পরিশ্রম-ভারে জীবগণ
পরিক্লান্ত ; অচেতনে শুইয়া এখন
নিদ্রার কোমল কোলে লভিছে বিশ্রাম
দিবা অবসানে যথা বিহঙ্গ-নিকরে
নীরবে বিমল সুখে লভেরে বিরাম
শাখীর শাখায় কিম্বা কুলায় উপরে।
অথবা নবনীতুপ সম শিশুগণ
পিয়িতে পিয়িতে স্তন সুষুপ্ত যেমন।

৪

মধু-লোভে মত্ত হয়ে মধুকরগণ
দিবসেতে হৃষ্ট চিত্তে করয়ে ভ্রমণ
ফুলে ফুলে করি মধুময় গুঞ্জরণ,

আর না শ্রবণে পশে সে মধুর গান,
বিশ্ব বিমোহিত আহা করিয়া এখন
গায়না ললিত রাগে বিহঙ্গম গ্রাম.
ভুলিয়াছে শোক-জ্বালা শোকার্ত্ত-হৃদয়,
প্রেমিক না করে আর প্রেম-পরিচয়।

৫

অনন্ত নীলিমাময় নভস্তল পর
নয়নের প্রীতিপ্রদ সুষমা-আকর
উজ্জ্বল চন্দ্রমা চারু কিরণে মেদিনী
হাসায়ে প্রশান্ত ভাবে যায় সুখে ভেসে,
বিভোর অমিয় পানে চকোর-রমণী
প্রেম-ভরে নৃত্য করে পতি-পাশে এসে।
শিখী যে প্রকার নব নীরদ নেহারি
নর্ত্তনে নিরত পুচ্ছ উল্লাসে বিস্তারি।

৬

ভুবনমোহন রূপে অই শশধর,
আহা কি মাধুরীময় কম কলেবর,
অনুমান সুবিমল সোণার কমল
যেন নীল সরোবরে (সরসি উজলি)
শোভিতেছে আহা কিবা কর সুশীতল,
চতুর্দ্দিকে ঝলিতেছে নক্ষত্র মণ্ডলী

হীরক জিনিয়া জ্যোতি, যেন সুর সবে
ঘেরিয়া আছে রে বসি দেবেন্দ্র বাসবে।

৭

নিরখি গগনে শশী যামিনী সুন্দরী
আহা কি মোহিনী বেশে সাজিয়াছে মরি,
ষোড়শী রূপসী ধনী চন্দ্রিকা বসনে
আবরি শ্যামল তনু, কণ্ঠে দুলাইয়া
তারকা-কুসুম-হার, আনন্দিত মনে
করে সম্ভাষণ নাথে বিরলে পাইয়া।
ধরাতলে সিন্ধুজলে পর্ব্বতে প্রান্তরে
(প্রেম জন্মে) স্বর্ণ-ধারা টলমল করে।

৮

দিবসে সরসী-নীরে বিধু-প্রণয়িণী
নেত্রযুগ নিমিলিত করিয়া দুখিনী
ছিল বিমলিনা অতি, ঝর ঝর ঝরে
ডুবিয়া ভীষণতর শোকের প্লাবনে—
ফেলেছিল নয়নাশ্রু কাঁপি থর থরে
তমোময় হেরেছিল এ বিশ্ব নয়নে।
হায় কি বিরহ! বিপরীত গুণ তব
তোর স্পর্শে সুধা বিষ তুল্য অনুভব।

৯

পোহায়েছে এবে তার দুখ-নিশীথিনী,

ফুরায়েছে কুমুদীর শোকের কাহিনী,
সুধাংশুর সম্মিলনে উল্লাস-অন্তরা,
হৃদয়-কবাট সুখে করি উদ্‌ঘাটিত
হাসে মহাসুখে, বটে দুটি সহোদরা
কুমুদ নলিনী, কিন্তু নহেক দুঃখিত
এ উহার দুখে, কাঁদে বিরহে নলিনী,
(আশ্চর্য্য সোদরা-স্নেহ) হাসে কুমুদিনী।

১০

এ মধুরা নিশীথেও সাগর-প্রেয়সী
জাহ্নবীর সহোদরা যমুনা রূপসী
সুনীলিম জলময় কম কলেবর
নিরমল চন্দ্রিকায় আবরি কেমন
জগতের তুষ্টিকর শশাঙ্ক সুন্দর
সযতনে সর্ব্ব অঙ্গে করেছে ধারণ,
অসংখ্য লহরী শিরে অসংখ্য চন্দ্রিমা
মরি কি সুরম্য শোভা পূর্ণ মধুরিমা।

১১

উপহাসি প্রীতিকর বীণার সুতানে
কল স্বনে হৃষ্ট মনে সুমধুর গানে
অদূরে বিমোহি বিশ্ব নাচিয়া নাচিয়া
প্রণয়-পিপাসাভরে সাগর-সদনে
চলিছে নিয়ত নব যৌবনে পশিয়া,

কে রোধে সে প্রেম-স্রোত ? কে হেন ভুবনে ?
এ বিশ্ব ধরণীধামে তটিনি ! নিশ্চয়
অকৃত্রিম চিরস্থায়ী তোমারি প্রণয়।

১২

কাতারে কাতারে নীল যমুনা-জীবনে
ভাসিতেছে জলযান সজ্জিত কেতনে,
তরঙ্গের তালে তালে নাচিছে তরণী,
নাবিকেরা তাহে সবে সুখে নিদ্রা যায়,
যেন রে পাড়ান ঘুম প্রকৃতি আপনি
আদরে তাদিগে, সুখী তারাই ধরায় !
এই যমুনার কুলে এ চাঁদনী রাতে
গেয়েছিল বংশীধর বাঁশী লয়ে হাতে।

১৩

সমুন্নত সুপ্রশস্ত প্রাচীর বেষ্টিত
চতুর্দ্দিকে দিল্লী মহানগরী শোভিত,
কত শত রম্য হর্ম্ম্য আছে দাঁড়াইয়া
কি এক অপূর্ব্ব শোভা করিয়া ধারণ,
চন্দ্রকর তাহে প্রতিফলিত হইয়া
দ্বিগুণ সৌন্দর্য্য নেত্র-মানসরঞ্জন
বাড়ায়েছে এবে আরো, সর্ব্ব নিকেতন
রৌপ্য বিমণ্ডিত যেন ভবে অতুলন।

১৪

শোভিছে তোরণ শ্রেণী আহা কি সুন্দর,
অতি উচ্চ, বোধ হয় সুনীল অম্বর
চুম্বিতেছে মেঘরাশি করিয়া লঙ্ঘন,
উন্নত করিয়া শির গম্ভীর-প্রকৃতি
বিরাজে দুর্জ্জয় দুর্গ ভীষণ-দর্শন,
হেরি ভীত অনুক্ষণ অরাতি সংহতি।
মৃদু মন্দগতি নৈশ সমীর সঞ্চরে,
বিজয় পতাকা তাহে নাচে দম্ভভরে।

১৫

উলাঙ্গ কৃপাণ করে দৌবারিক
দ্বার রক্ষা করিতেছে ভীষণ-দর্শ
কালান্তক যমদূত নয়, দরশনে
সেই মূর্ত্তি, দর্শনে কি? স্মরিলে অন্তরে
কাঁপে তনু, লোমকূপ শিহরে সঘনে,
শোণিত বিশুষ্ক হয় রক্তাধার পরে।
নীরব, সমস্ত পুরী নীরব, কেবল
করিছে চীৎকার ধ্বনি প্রহরীর দল।

১৬

কি আশ্চর্য্য!!!
কোথা হতে উঠিতেছে সংগীত লহরী
জিনিয়া সেতার কিম্বা মধুর বাঁশরী?

কিবা মধুমাখা স্বর, শ্রবণ-কুহরে
অমৃতের ধারা যেন হতেছে বর্ষণ,
কেবা হেন আছে এই ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে
শ্রবণে ও স্বর যার মুগ্ধ নহে মন?
যদি থাকে, বলি তবে তাহার হৃদয়
পাষাণ হতেও অতি কঠিনতাময়।

১৭

তার চিত্ত আর সেই ভীষণ নিরয়
উভয়ই সমতুল্য নাহিক সংশয়।
হতভাগ্য সেই ভবে যে মূঢ়ের মন,
সংগীত অমৃত-রসে নাহি মজে হায়,
বিমল আনন্দ সেহ জানেনা কেমন।
ঐই শুন গীতধ্বনি শূন্যপথে ধায়।
কোমল বাদ্যের সহ মিলাইয়া স্বর
কোকিলা কি কুহু স্বরে ঝঙ্কারে মধুর?

১৮

অথবা অমরপুরে বিদ্যাধরীগণ
সুর-সভাতলে করি পুলকে নর্ত্তন
ধরেছে সুমিষ্ট তান, শ্রবণ-কুহরে
পশিতেছে তাই!! এই মর মেদিনীতে
নতুবা কে পারে প্রেমতরলিত স্বরে
হেন মনোহর গীত সুতানে গাইতে?

ললিত পঞ্চমে কিম্বা পূরিয়া সুতান
রাগিণী সুন্দরী গায় আরোহি বিমান?

১৯

যেই খানে হইতেছে মধুর সংগীত,
গভীর স্বননে যথা হতেছে ধ্বনিত
পাখোয়াজ, সুধাপূর্ণ কোমল নিক্কণে
সেতার ভ্রমরে গঞ্জি; মধুর সারঙ্গ,
বীণা যন্ত্র আদি বাজে, চলহে কম্পনে
চল ত্বরা দেখি গিয়া কি উৎসব রঙ্গ
এ ঘোর নিশীথে সেই ঘরে, কে এমন
আমোদ ছাড়িয়া করে অন্যত্র গমন?

২০

সুসজ্জিত রম্য হর্ম্ম্য ত্যজি কোন্ জন
নিবসে তিমিরাবৃত গভীর কানন?
কেবা শুনিবারে চায় বায়সের গান
তেয়াগিয়া প্রীতিকর কোকিল কূজন?
অমৃত ত্যজিয়া আহা হলাহল পান
করিয়াছে কোন্ কালে কোন্ মূঢ় জন?
গীত বাদ্যধ্বনি শুনে হয় অনুমিত
আমোদ-সাগর-বারি হইয়াছে স্ফীত।

২১

নয়নের তৃপ্তিকর অতি সুসজ্জিত

হর্ম্ম্যের ভিতরে মনোসুখে বিরাজিত
দিল্লীশ্বর কেকোবাদ ; নয়ন-রঞ্জন
তেজঃপুঞ্জ মহামূল্য বিবিধ রতনে—
মরকত মণি পান্না হীরক কাঞ্চন
বিজড়িত সিংহাসনে, অক্ষম বর্ণনে
তার শোভা, যত প্রিয় বয়স্যের সনে
আমোদ প্রমোদে মত্ত সহাস্য আননে।

২২

সারি সারি স্তম্ভশ্রেণী মরকতময়
শোভিতেছে, হেন মনে অনুমান হয়
সুস্থির বিজলিপুঞ্জ, ধাঁদিয়া নয়ন
বাহির হতেছে আভা চির জ্যোতির্ম্ময়,
আহা মরি সে আভায় সমস্ত ভবন
হইয়াছে প্রতিভাত অতি শোভাময়,
তমিস্র-বিনাশী দিনমণির কিরণ
পড়িলে উদ্দীপ্ত যথা অখিল ভুবন।

২৩

জ্বলিতেছে দীপাবলি করি বিতরণ
সৌরভপূরিত স্নিগ্ধ উজ্জ্বল কিরণ,
স্তম্ভ হতে স্তম্ভান্তরে কুসুমের হার
শোভিতেছে, শোভিতেছে স্ফটিকের ঝাড়ে
হরিত লোহিত পীত বিবিধ প্রকার

বরণ বিকাশি ; মুগ্ধ না করে কাহারে ?
শোভে যথা ইন্দ্রধনু অম্বর প্রদেশে
চিত্রিত বিবিধ বর্ণে মনোহর বেশে।

২৪.

কুসুমের চিররুচি সৌরভ সম্ভার
যতনে বহন করি আহা চারি ধার
মৃদুল মধুর স্বনে স্নিগ্ধ সমীরণ
করে বিচরণ সদা সহর্ষ অন্তরে,
সৌরভেতে আমোদিত বিলাস-ভবন,
আতর গোলাপ আরো সুগন্ধ বিতরে।
কি ছার ইহার কাছে মলয় পবন
মধুমাসে তোষে যবে জগত-জীবন।

২৫

কনকের কারু কার্য্য-করা সুকৌশলে
শোভে চারু চন্দ্রাতপ, জ্বলে মধ্যস্থলে
সমুজ্জ্বল মণি, যথা কুমুদবান্ধব
তারকা প্রকর মাঝে সুনীল গগনে।
আরো কত রহিয়াছে বিলাস-বৈভব
কে পারে বর্ণিতে ? হেরে এ সব নয়নে
কে ইচ্ছে ত্রিদিব ? আর ত্রিদিব কোথায় ?
বিরাজে ত্রিদিব এই সৌধেতে ধরায়।

২৬

বসেছে সম্রাট উজলিয়া সিংহাসন,
শিরসে উষ্ণীষ শোভে জগত-লোভন,
প্রশস্ত ললাটদেশ, বঙ্কিম মূরতি,
শরীর আবৃত নানা রত্ন আভরণে,
নবজাত শ্মশ্রুদল সুকোমল অতি
শোভা পাইতেছে কিবা সুন্দর বদনে।
অতুল সে রূপরাশি নবীন যৌবন,
ধরণীর বক্ষে যেন মধু-আগমন।

২৭

ত্রিদিব-ঈশ্বর আহা দেবরাজ-গলে
যেমন সুন্দর পারিজাত মালা দোলে,
তেমতি সৌরভময় কুসুমের হার
দুলিতেছে কণ্ঠদেশে গাঁথা সুচিকণ,
সুচারু চামর করে লয়ে অনিবার
সযতনে করে বাহু মৃদু সঞ্চালন
ঢুলায় চামরী, যেন বিদ্যাধরী বালা,
কবরী কুসুমে ঘেরা গলে পুষ্পমালা।

২৮

বাজিছে বিবিধ বাদ্য বীণা মনোহরা
বিমোহিত করি চিত বাজে সপ্তস্বরা,
শরদিন্দু-নিভাননা তনু হেমময়,

বিলাসিনীবৃন্দ আহা গলা মিলাইয়া
বাদ্যের স্বনন সহ গীত মধুময়
গাইতেছে সমস্বরে চিত্ত-বিনোদিয়া,
মধু-সমাগমে যথা মধু-অনুচর
মনোসুখে তরুশাখে গায় নিরন্তর।

২৯

অই শুন বীণাপাণি-বীণাস্বর জিনি
ছাড়িছে সুন্দরী কিবা ললিত রাগিণী,
শুনিয়াছি আহা ! কত যন্ত্রের বাদন,
শুনিয়াছি মুরলীর মোহন ঝঙ্কার,
কোকিল-কাকলী কত করেছি শ্রবণ
সুখের বসন্তে নব পল্লব মাঝার।
কিন্তু কভু শুনি নাই এহেন সংগীত,
স্বরগসম্ভবা ধ্বনি বুঝিনু নিশ্চিত।

৩০

আহা মরি কি মাধুরী রম্য অভিনয়,
দেখহে কল্পনা-নেত্রে ভাবুক-নিচয়.
বিদ্যুৎ-বরণময়ী যতেক সুন্দরী
সংগীত-সাগর মাঝে হয়ে নিমগন
নাচিতেচে, তুলিতেছে সুকণ্ঠ-লহরী,
হরষে মৃণাল-ভুজ করে আন্দোলন।

তালে তালে ফেলিতেছে চঞ্চল চরণ,
তালে তালে হইতেছে ভূষণ-সিঞ্জন।

৩১

কি ছার মাণিক্য মণি মুকুতার হার?
গলে দোলে ফুলমালা মোহন বাহার,
বিজড়িত আরো চারু অসিত কুন্তল
সুবাসিত চিরুচি ফুলের মালায়,
অনুমান হয় যেন চপলা চঞ্চল
ঝলমল করিতেছে কাদম্বিনী-গায়।
পৃষ্ঠে বিলম্বিত বেণী ফণিনী-গঞ্জন,
নিবিড় নিতম্বদেশ করিছে চুম্বন।

৩২

যেমতি আকাশ-ভালে চন্দ্রের উদয়ে
অসংখ্য হীরক খণ্ড তারকা-নিচয়ে
ম্লান হয় হারাইয়া সমুজ্জ্বল জ্যোতি,
রমণী সবার চারু সৌন্দর্য্য-প্রভায়
হইয়াছে হীনপ্রভ হায় রে তেমতি
প্রদীপনিকর মরি যেন বা লজ্জায়!
যেই রমণীর প্রতি দৃষ্টিপাত করি,
বোধ হয় সেই ধনী অপূর্ব্ব সুন্দরী॥

৩৩

এই বার একবার কর প্রদর্শন

মানস-মোহন দৃশ্য নয়ন-রঞ্জন,
ঐই দেখ বিমোহিনী যতেক অপ্সরী
ভাব-রসে মজাইয়া সম্রাটের মন
কোমল কমল হাত করে ধরাধরি
সকলে অনন্যমনে করিছে নর্ত্তন,
গায়িছে অশ্রুতপূর্ব্ব গাথা সুললিত,
প্রতি গাথা নব সুখে করে মন স্ফীত।

৩৪

পরম সুষমাকর কৌশেয় বসন
দ্বিগুণ লাবণ্য জ্যোতিঃ করিছে বর্দ্ধন
রমণী সবার, চারু চুমকীর কাজ
বিচিত্র বসনে কিবা চিকমিক করে,
আহা যথা ঝলমলে তারকা সমাজ
যামিনীর সমাগমে সুনীল অম্বরে,
দীপের আলোক তাহে হইয়া পতন
করিছে কি বদনের সুশোভা সাধন।

৩৫

সেই বিনা কেবা ইহা প্রকাশিত করে
কি বাহার চমৎকার এ আনন ধরে?
যেই জন দেখিয়াছে হইতে পতন
অরুণ কিরণ ভাতি প্রভাত সময়ে
সরোবর-সুশোভিনী কবিকুল-ধন

আহা মরি কমনীয় কমল নিচয়ে।
কিম্বা যেই দেখিয়াছে করিতে ভ্রমণ
চাঁদের কিরণ-তলে রমণী-রতন।

৩৬

আনন্দ-প্রতিমা গুলি বেড়ায় নাচিয়া
রূপের মাধুরী কিবা দেখ নিরখিয়া,
সর্ব্বাঙ্গ সৌষ্ঠবময়; ও মুখ-সুষমা
কাহার সহিত আমি দিব রে তুলন?
কিসে উপমেয় বল শারদ চন্দ্রমা,
যাহার হৃদয়ে কালি-কলঙ্ক স্থাপন!!
ধন্য ধন্য বিধাতার দৈব কারিগরি,
ছাঁচেতে গড়েছে যেন যতেক সুন্দরী!!

৩৭

মধুময় ও আনন মধুর আধার,
তাই আহা কমলিনী-ভ্রমে অনিবার
মধুকর ভ্রমে অই চারু মধুমুখে
আসব-আশায় করি সুকণ্ঠ স্বনন,
তাই দেখ সুরসিক সমীরণ সুখে,
পরিহরি সুখ-ধাম মলয়-ভবন
গোলাপ রজনীগন্ধা মালতী-চুম্বনে
তুচ্ছ করি ভ্রমে সদা ও ফুল্ল আননে

৩৮

নেত্রময় হত যদি সর্ব্বাঙ্গ আমার,
অনন্ত আকাশ-অঙ্গে যেমতি প্রকার
তারাদাম ; তবে অই বিজলী-গঞ্জন
অলৌকিক আভাময়ী লাবণ্য-প্রতিমা
নিরখি দর্শন-তৃষা হ'ত নিবারণ।
বিম্বাধর-বিনিঃসৃত গীতি মনোরমা
সুতৃপ্তি লভিত চিত করিয়া শ্রবণ
হায় রে হইত যদি সহস্র শ্রব।।

৩৯

হসিত বদন-ইন্দু পানে যত বার
নিরীক্ষণ করি আহা মানসে আমার
নব নব কত ভাব হয় সমুদিত,
সে ভাব চিন্তিতে গেলে হৃদয়-আগার
চিন্তার প্লাবনে হয় বিষম প্লাবিত,
সে ভাব অপূর্ব্ব ভাব কি সাধ্য আমার
প্রকাশ করিয়া বলি, চিরদিন তরে
অন্তরের ভাব গুপ্ত রহিল অন্তরে।

৪০

পাঠক ! অন্তরে তব তৃপ্তি না জন্মিল,
আমারো মনের দুখ মনেই রহিল,
হায় রে হতাম যদি পটু চিত্রকর,

তা হলে পাঠক ! তুমি চারু চিত্রপটে
দেখিতে এখনি এই দৃশ্য মনোহর.
কি ভাবে রঞ্জিত করি তোমার নিকটে
ধরিতাম, কিম্বা যদি হইতাম কবি,
দেখিতে অপূর্ব্ব সাজে এ নবীন ছবি।

৪১

মরি কি নিরখ অই বসন্ত-রূপিনী
স্বরগ-বাসিনী কটী অমর-কামিনী,
রঞ্জিত তাম্বুল রাগে অধর যুগল,
বাসিত কুসুম-তনু নবীন যৌবনে
করিতেছে ঢল ঢল ; জিনি নীলোৎপল
বিস্ফারিত নেত্র ; হানি করে কত জনে
বিহত-চৈতন্য অই কটাক্ষ শায়ক,
চরণে নূপুর বাজে সন্তোষদায়ক।

৪২

নৃত্যপরা সুভাষিণি লো সুরসুন্দরি !
অজস্র ধারায় গীত বরষণ করি
বিলাসী সম্রাট কাছে ; সফেন বদন
হইয়াছে ; তথাপিও নহ কি কাতরা ?
অবসন্ন তোমাদের নহে দেহ মন
অবিরত নেচে নেচে ? ধন্য গো তোমরা।

নাচ, গাও প্রেম-গান, তোষ লো রাজনে
কুমুদরঞ্জন আছে এখন গগনে।

৪৩

আবার-আবার বলি যতেক ললনে!
রক্তিম অধর যুগে সরোজ-বদনে
ভুবন-ভুলান হাসি, যাহে মনোমাঝে
চন্দ্রিকার ভাতি বলি জনমে বিভ্রম,
মাখি মাতোয়ারা আজ কর নররাজে,
খুলে দেও মনোপ্রাণ, গীত মনোরম
গাইয়া ললিত রাগে মাধুর্য্য-মিশ্রণে
নাচাও গো চিত্ত নাচি ভঙ্গিমার সনে।

৪৪

প্রস্তর-প্রতিমা-তুল্য অচল সুস্থির
পিয়িছেন বাদশাহ যত রমণীর
গীতামৃত, আহা মরি দুইটী নয়ন
অর্দ্ধ বিকশিত চারু কুসুমের প্রায়
করিতেছে ঢুলু ঢুলু; ঠিকরে তেমন
মাতালের চক্ষু যথা বিঘোর নেশায়।
প্রমোদ-পয়োধি-নীরে হয়ে ভাসমান
অনুক্ষণ হেরে সর্ব্ব বামার বয়ান।

৪৫

বিলাসী যুবক! রাজ-কার্য্য পরিহরি

রমণীর সহবাসে দিবা বিভাবরী
জঘন্য আমোদে মত্ত থাকা অবিহিত
সাজে কি তোমারে ছি ছি ? কি কুহকে বল
ভুলিলে হে একেবারে জীবনের ব্রত ?
দেখিছ না রাজ্য তব পূর্ণ বিশৃঙ্খল ?
দেখিছ না দুরাশয় নিজাম * ঘৃণিত
স্বীয় ভাগ্য প্রসন্নিতে কত লালায়িত ?

৪৬

অই যে দেখিছ তব সভাসদগণ,
পরম সুহৃদ-ভাবে যাহারা এখন
বহুবিধ রাজকীয় পদে বিরাজিত,
মধুমাখা স্তুতিবাদে প্রতিপলে হায়
আকাশের চাঁদ আনি করিছে অর্পিত
তব করতলে কিবা দিবায় নিশায়,
স্বকার্য্য সাধিতে স্বধু ; ওদের হৃদয়
প্রপূরিত কালকূটে কটু অতিশয়।

৪৭

মূর্খ তুমি ভ্রান্তমতি ! এখন জান না ?
যত অহিতার্থী খল আস্ফালিয়া ফণা

* নিজাম উদ্দীন—ধূর্ত্ত-প্রধান কপট স্বার্থপর (কেকোবাদের) মন্ত্রী।

গোপনে গোপনে ভ্রমে (কুরঙ্গ-জীবন
বধিতে নিঃশব্দ পদে বেড়ায় ভ্রমিয়া
নিদয় কিরাত যথা কাননে কানন)
দেখিবে স্থযোগ যবে ভীম গরজিয়া
দংশিবেক, সাবধান মেলহে নয়ন;
অরাতির করে তব বিন্যস্ত জীবন।

৪৮

কত শত নরপতি ধরায় জনমে,
যাহাদের ভয়ঙ্কর দোর্দ্দণ্ড বিক্রমে
কাপিল সসিন্ধু ধরা (যবে উদে মনে)
অদ্যাপিও কাঁপে ক্ষিতি, করিলা স্থাপন
অনশ্বর কীর্ত্তি কত, এই সিংহাসনে
বসিয়া শাসিলা পৃথ্বী কত মহাজন,
লভিলা অক্ষয় যশঃ, কিন্তু কেবা বল
দিবানিশি উজলিল রমণী-মহল ?

৪৯

ভবিষ্যত্ অন্ধীভূত ওরে রে অজ্ঞান!
একবার চিন্তিলে না নিজ পরিণাম ?
এমনি আমোদে সুখে কাটাবে জীবন
ভ্রমেও দিও না স্থান এ চিন্তারে চিতে।
কি যে বিষময় ফল হবে উৎপাদন
হায় তব এই ভোগ বিলাস হইতে,

বুঝিবে তখন করিবে হে হাহাকার
বহিবে হৃদয় প্লাবি উষ্ণ অশ্রুধার।

৫০

অহো—রাজনীতি-বিশারদ স্বর্গীয় ভূপতি *
সমরে শমন সম, বীর্য্যবান অতি,
মধ্যাহ্ন-তপন বিনি পরাক্রম যাঁর,
রাজপুত—মহাযোদ্ধা যে জাতি মহীতে,
রণাঙ্গণে পরাভব মানে বারংবার,
যাঁর অনিবার্য্য বেগ না পারি সহিতে;
সর্ব্ব স্থলে শান্তি-সুধা করি বিতরণ
বিশাল ভারত-রাজ্য করিল শাসন।

৫১

ভবিতব্যতার কথা কে জানে ভুবনে?
হল তাঁর সমাগত আহা কি কুক্ষণে
জীবনের শেষ দিন, করিলা অর্পণ
কি গুণ দর্শন হেন অর্ব্বাচীনে হায়,
ভারতের রাজ-দণ্ড, ছত্র, সিংহাসন!!
সেই শান্তিময় রাজ্য অরাজক প্রায়।
নিজে যথা মূর্খরাজ তথা সভ্যগণ,
যেমন দেবতা তার নৈবেদ্য তেমন।

ইতি প্রথম স্তবক।

---

* বলবন বাদশাহ।

দ্বিতীয়-স্তবক

দিল্লী—রাজদরবার

১

বিরামদায়িনী বিভাবরী সতী
দিল্লী পরিহরি যাইল এবে।
তিমির সভয়ে মরি কি দুর্গতি,
দূরে পলাইল প্রমাদ ভেবে।
তারকা'র পাঁতি হয়ে হীনভাতি
মুদিছে নয়ন বিষাদ-ভরে।
তেল ফুরাইলে আহারে যেমতি,
নিবু নিবু ভাব প্রদীপ ধরে।

২

পূর্ণ কলানিধি আকাশ-সাগরে
কালের শাসনে পাইয়ে তাপ।
ছাড়ি প্রাণোপম প্রিয় পরিবারে
বিষণ্ণ বদনে দিলরে ঝাঁপ।

শশীর এ ভাব দেখিয়াও হায়
বিভব-গর্ব্বিত যতেক নরে।
চিরদিন কভু সমান না যায়,
ভ্রমেও এ কথা মনে না করে।

৩

দয়িতের দুখ দেখিয়া নয়নে
কাতর-হৃদয়া কুমুদ বালা,
নশ্বর শরীর যেতেছে শুকায়ে
ভেবে ভেবে ভাবী বিরহ-জ্বালা।
ঝর ঝর ঝরে উরস প্লাবিয়া
নিয়ত ঝরিছে শোকাশ্রুজাল।
হায় রে রূপসী সরসী-ভবনে
নিরখে এখন সকলি কাল।

৪

মায়াবী নিশার অমোঘ মায়ায়
স্পন্দনরহিত শবের মত।
আপনা ভুলিয়ে ভুলি প্রিয়জনে
শয্যাশায়ী জীব ছিলরে যত।
সে মায়া-নিগড় কাটিয়া এখন
উঠিল সকলে হরষে মাতি।
নবোৎসাহে শবে কে যেন জাগায়ে
জ্বেলে দিল মনে সুখের বাতি।

৫

বিহঙ্গমচয় ত্যজিল কুলায়,
কূজনি মধুর মধুর স্বরে।
দ্রুততর পক্ষে ছুটে শূন্য কক্ষে
দিগদিগন্তরে আহার তরে।
তাপস নিচয় প্রভাত দেখিয়া
জগদীশ-প্রেমে মজায়ে চিত,
একতান মনে করে উচ্চারণ
পূত বিভু-নাম-পবিত্র গীত।

৬

চক্রবাকী ধনী দেখিল রজনী
প্রভাত হইল, সময় বুঝে,
প্রেম-অনুরাগে চঞ্চলা বিহ্বলা
স্বীয় প্রাণনাথে লইল খুঁজে।
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব দরিদ্রে লভিলে
তার মনে সুখ না হয় যত,
ততোধিক অই বিহঙ্গ-দম্পতি
সুখী হয়ে প্রেম-আলাপে রত।

৭

দিল্লী তোলপাড়ি অতি ঘোর রোলে
বাজে বাদশার প্রভাত-ভেরী,

গগন ছাইয়া ভীম তোপধ্বনি
উঠিছে শ্রবণ বধির করি।
দূর-হতে হয় অনুমান হেন
অশনি-সম্পাত বিমান পথে,
চকিতে চমকি কাঁদিয়া উঠিল
সুপ্ত শিশু শুনি শয়ন হতে।

৮

প্রমোদ কানন করিয়া উজ্জল
ফুটেছে বিবিধ বরণ ফুল।
পরিমল-লোভে হইয়া চঞ্চল
ভ্রমে ফুলে ফুলে মধুপ কুল।
গুণ গুণ গুণ করি কুতূহলে
সমস্বরে ধরে স্বভাব-গীত।
কি যে এক ভাব বিরাজে সে রবে,
শুনিয়ে অখিল জগত প্রীত।

৯

করি ঝির ঝির বিলাসী সমীর
সুগন্ধ আতরে আবৃত হয়ে,
বহিছে, পরশে শীতল শরীর,
সেবি সুখী মানে মানবচয়ে।
বৃন্তাসনে আহা কতই ভঙ্গিতে
প্রকৃতি ধনীর আদুরে মেয়ে

নাচে ফুলবালা স্ফুরিত আননে,
দেখ্‌রে ভাবুক দেখ্‌রে চেয়ে।

১০

মৃদু কলস্বনা শ্যামাঙ্গী যমুনা
চলিছে যেনরে উচ্চারি মুখে
কল কল কল প্রেমের সংগীত,
ললিত লহরী ধরিয়া বুকে।
অথবা সে গীত কিযে ভাবময়,
কি তার মরম কে জানে হায়।
বোবার স্বপন সে চায় জানিতে
ও কল-তান যে বুঝিতে চায়।

১১

পূর্ব্ব গৃহ ত্যজি ক্রমে দিনপতি
মনোহর বেশে আইল চলে—
প্রভুর আদেশে, দ্রুত পদে অতি
কিরণ ছড়াতে ধরণী-তলে।
আলোক পাইয়া হাসে চরাচর,
হাসে বৃক্ষরাজি প্রকৃতি হাসে।
ভাসিয়া ব্যাকুল যমুনা-লহরী,
দিক-বধূ হাসে রঙ্গিল বাসে।

১২

শ্যাম দুর্ব্বাদল ক্ষেত্রের উপরে

সুগোল নিহার শোভিছে থরে,
কিবা নিরমল করে টল মল,
ইচ্ছা হার গেঁথে বালারা পরে।
তাহাতে লোহিত অরুণ-কিরণ
পড়িয়ে ধরেছে কি চারু শোভা।
অলকায় যেন কুবেরের ধন,
কমনীয় শোভা জগত-লোভা।

১৩

কনক কিরণ যমুনা শ্যামারে
মরিরে সুশোভা দিয়েছে কিবা।
এই এক রূপ, পরে চারুতর,
ক্রমশঃ ফুটিছে রূপের বিভা।
ঢলাঢলী করি কনক লহরী
ছুটিছে পড়িছে সৈকত'পরে।
এ ভাব নিরখি ভাবুকের মন
স্বতই উথলে ভাবের ভরে।

১৪

হায় সহোদরা কুমুদীর দুখে
নলিনীর বুঝি গলেছে মন।
তাইতে ভাসিছে আঁখি-নীর-স্রোতে,
তাইতে অভাগী কাঁপিছে ঘন।
অথবা কে জানে বলিব কি করে,

এ ভাব কিছু না বুঝিতে পারি।
প্রাণেশ-মিলনে নাচি বায়ুভরে
ফেলিছে অপার আনন্দ-বারি।

১৫

যাক্ কলপনে! ও কথায় আর
কোন প্রয়োজন নাহিক এবে।
ক্ষেপণ করনা অমূল্য সময়
এই কথা বৃথা মনেতে ভেবে।
বড়ই বাসনা হয়েছে মানসে
জানিতে হে শুভে বল স্বরূপ।
কোন্ ভাবে এবে কোথা বিরাজিত
কেকোবাদ সাহ ভারত-ভূপে।

১

একি এ নিরখি? এযে অতীব বিস্ময়!!
সভামাঝে দিল্লীপতি? সৌভাগ্য সভার,
সৌভাগ্য প্রজার আজি; প্রাতে বোধ হয়
মুখ দেখেছিল সবে কোন মহাত্মার।
নয়ন! হেরিছ একি প্রকৃত ঘটনা?
স্বপন-সম্ভূত কিম্বা অলীক ব্যাপার?
অথবা মায়াবী কেহ করিতে ছলনা
পেতেছে এ ইন্দ্রজাল সম্মুখে তোমার?

২

নতুবা রে যে যুবক—বিলাসী প্রবর—
ইন্দ্রিয়-সুখ-সম্ভোগ, ঘৃণিত আমোদ,
জীবনের সার ব্রত; সুখের আকর
বলিয়া অন্তরে যার চির দৃঢ় বোধ—
ডুবায়ে বিস্মৃতি-নীরে প্রজানুরঞ্জন
নিয়ত নিবসে যেই রমণীর সনে,
সভাস্থলে আজ তাঁরে করিব দর্শন,
ভাবে নাই এক জনো একথা স্বপনে।

৩

রতন খচিত হেমময় সিংহাসনে,
যার তেজে প্রতিহত ভানুর কিরণ,
বিরাজে সম্রাট আজি অতি শুভক্ষণে,
দেখরে নয়ন ভোরে নাগরিকগণ।
তামস ভবন ত্যজি বহু দিনান্তরে
পূর্ণকলা সুধাংশুর হয়েছে উদয়,
মিটাও মিটাও সাধ সুধা পান করে,
আনন্দে সুতানে গাও চকোর নিচয়।

৪

দিক-নিরূপণ-যন্ত্র-শলাকার মুখ
দিগন্তরে ঘুরায়ে দিলেও যে প্রকার,
কি এক কৌশলক্রমে উত্তরাভিমুখ

(ঘুরিয়া ফিরিয়া শেষে) হয় পুনর্ব্বার,
যদিও সভায় ভূপ, কিন্তু তাঁর মন
তেমতি বিলাসালয়ে, প্রেম-পিপাসায়
শত ব্যবধান, তবু করে আকর্ষণ
সে চুম্বক তথা, ধন্য চুম্বক তোমায়।

৫

আহা কি সভার শোভা নয়নরঞ্জক
হেন রম্য সভা আর আছে কি ভূতলে ?
স্থির চক্ষে শূন্য মনে অসংখ্য দর্শক
অই দেখ নিরীক্ষণ করে দলে দলে।
অপার সৌন্দর্য্য-চ্ছটা করেছে বিস্তার
নয়ন ধাঁদিয়া অই সৌধ শোভাময়,
কে বলেরে ইন্দ্রালয় শোভার ভাণ্ডার ?
সুষমাতে অবশ্যই মানে পরাজয় ! !

৬

মানস চঞ্চল যদি পাঠক ! তোমার
হয়ে থাকে এ মনোজ্ঞ শোভা নিরখিতে,
কল্পনা-দর্পণ খানি খোল একবার
সব বিভাসিত তব হইবে আঁখিতে।
অই দেখ ঊর্দ্ধভাগে সুশোভে কেমন
কারুময় চন্দ্রাতপ উজ্জ্বল রক্তিমা,

সুবিখ্যাত ভারতের শিল্পকরগণ
প্রকাশ করেছে যাহে নৈপুণ্য-মহিমা।

৭

অই দেখ কি সুন্দর মৌক্তিক ঝালর
প্রাসাদের চারিদিকে, স্বর্ণ স্তম্ভকোলে
গ্রথিত সুবর্ণ তারে, নেত্র-সুখকর !
ঈষৎ বাতাসভরে মৃদু মৃদু দোলে।
চেয়ে দেখ নিম্নে পুনঃ গালিচা বিস্তৃত,
পুষ্প, লতা, পাতা তাহে চিত্রিত কেমন !
কে সহসা পারে পদ করিতে স্থাপিত ?
পুষ্প লতা পাছে হয় চরণে দলন।

৮

সিংহাসন পার্শ্বদেশে দাঁড়ায়ে দুজন,
তাহারাও পরিচ্ছদে সজ্জিত সুন্দর,
নীরব নিস্পন্দ, করে করিয়া ধারণ
কনকের বিনির্ম্মিত বিচিত্র চামর,
বিনম্র ভাবেতে বাহু করি সঞ্চালিত
করিছে ব্যজন, কভু নাহিক বিরাম,
কি সুবাস কিবা শৈত্য তাহে বিরাজিত,
সেবিলে জুড়ায়ে যায় তপ্ত মর্ম্মস্থান !

৯

বাদশাহ—রতিপতি যেন সিংহাসনে,

শোভিতেছে মণিময় মুকুট মাথায়,
আহা কি অধিকতর উজ্জ্বল বরণে
মধ্যমণি শোভে অই জিনিয়া সবায়!!
শুকতারামণি যথা আপন গৌরবে
রূপে ঝলমলি শোভে উষার ললাটে,
প্রিয়ার দর্শন হেতু দিনমণি যবে
প্রভাতে অতীব ব্যস্তে পূর্ব্ব দ্বারোদ্‌ঘাটে।

১০

যামিনীর জাগরণে যুগল নয়ন
লোহিত বরণ জবা ফুলের আকার,
নির্নিমেষ, একটীও স্ফুরেনা বচন,
অন্তর হয়েছে মহা চিন্তার আধার।
আজকে করিবে যুবা দর্শন কেমনে
পিতার সহিত, তাই মুহুর্ত্তেক তরে
ভুলেছে সে বিলাসীতা সুখের স্বপনে,
অতীব বিকল এই ভাবনার ভরে।

১১

নিজামের গুণপনা করিয়া বাখান
একবার ভাবিতেছে অজ্ঞান ভূপতি,
"ঠিক এর মর্ম্মোদ্ভেদ করেছে নিজাম,
আমার এ পদ লাভ আশে বঙ্গপতি,
তাই উপনীত হেথা, এ সম্পদ সুখ

ভুঞ্জিবার তরে আহা বিশাল মহীতে
কোন্ জন আছে হেন না হয় উৎসুক?
কাহার অরুচি হয় পীযূষ পিয়িতে।

১২

"তা যদি না হবে তবে কেন বঙ্গেশ্বর
সংখ্যাতীত সৈন্য সহ করে আগমন?
যদ্যপি সরল হত তাঁহার অন্তর,
এত সৈন্যে ছিল তবে কোন্ প্রয়োজন?
বুঝিয়াছি অভিসন্ধি, সাক্ষাতের ছলে
করিবে আমারে কোন রূপে শৃঙ্খলিত,
পুত্র বলি বধিবেনা, প্রেরি কারাতলে
সাধন করিবে স্বীয় কার্য্য মনোনীত।

১৩

"তবে কেন সাধ করে জীবন হারাতে
শার্দ্দূল-কবল মাঝে করিব গমন?
কে ধরিতে চায় কাল বিষধর হাতে?
অতএব সাক্ষাতের নাহি প্রয়োজন।"
ক্ষণেকের তরে যুবা দিয়া বিসর্জ্জন
এ চিন্তা বিস্মৃতি-নীরে, প্রবীণ পিতার
স্নেহপরিপূর্ণ সেই লিপির বচন
স্মরণ করিয়া মনে ভাবে আর বার।

১৪

"না না না আমার এ যে কুবুদ্ধির ফের,
পিতা দেবতার তুল্য চির পূজনীয়,
জগতে পরম গুরু, আহা সন্তানের
মঙ্গল কামনা যাঁর চির বাঞ্ছনীয়,
তন্ন তন্ন করি খুঁজি অখিল জগত
মেলে কি এহেন এক বন্ধু সদাশয়?
কে আছেরে কুলাঙ্গার হায় মোর মত?
করিতেছি সেই পূজ্য পিতাকে সংশয়?

১৫

"সেই দিন—জানিনাক—অক্ষয় অক্ষরে
লিখিয়া যা দেছে বিধি ভাগ্যেতে আমার
উদে যদি দিনমণি অস্তাচলোপরে
তথাপিও হইবে না খণ্ডন তাহার।
তবে কেন আর আমি করি ভাবাগণা?
অচিরে পিতার আজ্ঞা করিব পালন,
ইহাতে কাহার কোন বাধা শুনিবনা,
যে যা বলে কাণ পাতি করিব শ্রবণ।

১৬

"নিজাম উদ্দীন? কে ও মোর? মন্ত্রিবর?
চাহি না উহারে আর, অবশ্যই পাব
জ্ঞানে বৃহস্পতি ওর চেয়ে বিজ্ঞতর

বহু মন্ত্রী আমি, আছে রত্নের অভাব
রত্নাকর গরভে কি? ওর মন্ত্র-বশে
হইব না বশ, প্রতিবন্ধক উহার
মানিব না,” এইরূপ যুবার মানসে
চিন্তার উপরে নানা চিন্তার সঞ্চার।

১৭

আবার নিরখ অই ক্ষুধার তাড়নে,
মাকড়সা লুতাজাল যথা বিস্তারিয়া
চেয়ে থাকে এক দৃষ্টে, সদা তার মনে
জাগে শীকারের আশা, ফণা আস্ফালিয়া
চিত্রার্পিত প্রায় তথা বসে সভাতলে
নিজাম জঘন্যমনা, অভাগা রাজনে
রাজ্যভ্রষ্ট করি রাজ্য স্বীয় করতলে
কিরূপে লইবে সদা মত্ত সে চিন্তনে।

১৮

নিভৃত ভবনে আহা কালি রজনীতে
নিরত আছিল অই পিশাচ পামর,
সুখের আকাশ-পুষ্প চয়ন করিতে
কিবা জাগরণে কিবা ঘুমে নিরন্তর।
ভবিষ্যৎ-সুখ ভেবে দেখিয়া অন্তরে
হরষেতে হয়েছিল উৎফুল্ল নয়ন,

প্রভাতে কমল যথা ; হৃদয় ভিতরে
বয়েছিল দুরাশার প্রবল পবন।

১৯

কল্পনার স্বর্ণ পক্ষে আরোহি কখন
রাজ্য হতে দূরীকৃত করি কেকোবাদে,
লভিয়া নারকী রাজ্য, ছত্র, সিংহাসন,
পরম সুখেতে রাজ্য পালে নির্ব্বিবাদে।
এবে দেখ সে আশায় হইয়া হতাশ
বসিয়া সভার মাঝে অবনত মুখ,
বদনেতে নাহিক সে আনন্দ-আভাস,
ঘন বহে শ্বাস, করে দুরু দুরু বুক।

২০

কথঞ্চিৎ করি স্বীয় চিত্তের সংযম,
মোহিনী আশার মন্ত্রে হইয়া মোহিত,
মনে মনে বলে, " মম রে চাতক মন,
কেন রে অধৈর্য্য এত, কেন উৎকণ্ঠিত ?
প্রবল পিপাসা তব শান্তিবার তরে
দেখ না বিধাতা অই হইয়া সদয়,
—সুপ্রভাত আজি তোর—নব নীলাম্বরে
নবীন নীরদ খণ্ড করিল উদয়।

২১

" অতএব নিদারুণ নিরাশ-সংগীত

পাশরিয়া ধৈর্য্য-গুণ কর রে ধারণ,
ভাগ্যক্রমে যেই মেঘ হয়েছে উদিত,
তাহা হতে হইবেই বাসনা পূরণ।
সাধন-বিটপে তোর ফল মনোমত
বহু দিনান্তরে আজ ফলিল রে প্রায়,
আশু যে ভারত তোর হবে পদানত,
আজকে হয়েছে তার প্রশস্ত উপায়।

২২

কিন্তু অই দুরবল যুবা, যেই জন
সম্পাদিতে কভু মোর কার্য্য অভিমত,
ক'রে নাই প্রতিবাদ ; করি বিচরণ
যেই মন্ত্রণার পথে, ভ্রমে অবিরত
মোর সাতে, কায়া সনে ছায়া যে প্রকার
ফিরে ধনী মুহূর্ত্তেক বিচ্ছেদ না হয়,
ভাগ্য-বিড়ম্বনে হায় কিন্তু অভাগার
কি ভাবিয়া আজি তার করিল ব্যত্যয়।

২৩

" নাই বা মানিল—এই মন্ত্র-সভা-মাঝ
নাই বা মানিল আজ আমার মন্ত্রণা ?
কি আশঙ্কা তাহে ? এই সমুহৎ কাজ
সাধিবার তরে, হেন আছে কোন্ জনা
কাপুরুষ, ভীরুমতি পরাঙ্মুখ হয়

দৃঢ় বদ্ধপরিকর হয়েছি যখন ?
পুষ্পাঘাতে চুরমার যদি হিমালয়,
তথাপিও ভঙ্গ নহে আমার এ পণ।

২৪

" এই যে মন্ত্রণা-জাল করেছি বিস্তৃত,
ইন্দ্রজালময় আমি অব্যর্থ কৌশলে,
অবোধ কুরঙ্গ হবে অবশ্যই ধৃত
লোভেতে আকৃষ্ট হয়ে মায়া-মোহ ছলে।
কখনই—এই নীচ ঘৃণাস্পদ কাজ,
কখনই পিতা হয়ে পুত্র সন্নিধানে
হবেনা স্বীকৃত সেই বঙ্গ-অধিরাজ
তেজস্বী বাখর তীব্র লজ্জা-অভিমানে।

২৫

" তবেই উভয়ে হবে ক্রোধের অধীন,
যেই নিদারুণ ক্রোধে গেল ছারখার
কত নরপতি, কত সাম্রাজ্য স্বাধীন,
বাধিবেক পরস্পর সমর দুর্ব্বার।
সময় বুঝিয়া বজ্র-নাদে ভয়ঙ্কর
একি খড়্গে দোঁহাকার নাশিব জীবন,
অস্ত যাবে উভয়েরি সৌভাগ্য-ভাস্কর,
অভীপ্সিত ব্রত মম হবে সমাপন। "

২৬

ওরে রে অধর্ম্মাচারি বিশ্বাস-ঘাতক।
কি কাজ ভাবিছ মজি মন্ত্রে দুরাশার ?
রাজদ্রোহী মন্ত্রী হয়ে ? কি ঘোর পাতক ! !
কখন সবে না ধর্ম্ম তোর পাপ-ভার।
অচিরে উচিত শাস্তি পাবি দুরাচার,
যেই শাখে রে পামর রয়েছ বসিয়া,
তাতেই করিছ তীক্ষ্ণ কুঠার-প্রহার ?
জাননা কি ভূমে পড়ি যাইবে চূর্ণিয়া ?

২৭

রে পতঙ্গ ক্ষুদ্র-প্রাণ তোরে আকর্ষিত
করিয়াছে মৃত্যু বুঝি, তাইরে ভুলিয়া
জীবনের পরিণাম, হতেছ ধাবিত
(পরম সুখাদ্য আলো মানসে চিন্তিয়া)
অই রে জ্বলন্তময়ী অগ্নি-শিখা পান ?
জাননা কি হা নির্ব্বোধ বিনাশে-জীবন
হুতাশনে ? বড় তুষ্ট হারাইতে প্রাণ ! !
বুঝিনু নিয়তি-লিপি না যায় খণ্ডন।

২৮

ক্ষণেক নীরব সভা, নীরব সকলে,
স্থির ভাবে কত লোক আছে দাঁড়াইয়া
কৃতাঞ্জলিপুটে চেয়ে বসুন্ধরা তলে,

নত ভাবে, বোধ হয় বিজন বলিয়া,
প্রশান্ত সরসে ক্রমে তরঙ্গ উঠিল
যেন বিচঞ্চল সমীরণের তাড়নে।
অভিবাদনিয়া মন্ত্রী বলিতে লাগিল,
স্বীয় মনোমত কথা বিনম্র বদনে।

২৯

" নরনাথ !
সাক্ষাৎ করাই যদি হইল নিশ্চিত,
এক নিবেদন তবে কর অবধান।
উচিত বিধান যাহা হবে সমুত্থিত
মনে তব, করিবেন তথা অনুষ্ঠান।
পূরাতে দুরভিসন্ধি—বুঝিতে না পারি—
গুপ্তভাবে যদি নাহি থাকে লুক্কায়িত
তাঁর মনে খলতার তীক্ষ্ণ তরবারি,
বিশদ-উদার যদি হয় তাঁর চিত—

৩০

" তবু সন্দর্শন কালে সম্মুখে সবার
পুত্র বলি পিতা তব আত্ম-অহঙ্কারে
কখনই রাখিবে না সম্ভ্রম তোমার,
নিঃসংশয়ে আমি ইহা পারি বলিবারে।
সুরক্ষিত হয় যাহে নিজের সম্মান,
তাহার উপায় আগে করহ চিন্তন।

না বুঝে সহসা কোন কার্য্য সমাধান
করিলে, শেষেতে সার বিলাপ রোদন ।

৩১

" সৃষ্টি হতে অদ্যাবধি মানব-সংসারে
পরম আদরণীয় প্রভু যেই জন,
প্রভুর সম্ভ্রম রক্ষা যত্ন সহকারে
করিতে সকলে দেখ তৎপর কেমন ।
উদ্ধত প্রকৃতি-বশে ঘোর অহঙ্কারে
ইহার অন্যথা করে যেই নরাধম,
অত্যাচারী প্রভুদ্রোহী জানিও তাহারে,
কে হেন কৃতঘ্ন ভবে আছে তার সম ?

৩২

" তাই বলি যবে হবে শুভ দরশন,
সম্মান দেখাতে সবে জনক তোমার
স্থিরভাবে যুক্তকর হইয়া তখন,
প্রণত হইবে ভূমি-তলে তিনবার ।
এইরূপ কার্য্য যদি হয় সম্পাদিত,
দু-দিক রক্ষিত হবে দেখ বিচারিয়া,
তাঁহার কর্ত্তব্য যাহা হইবে পালিত,
তোমারো সম্ভ্রম ভবে যাইবে রহিয়া ।

৩৩

"যদি বল পূজ্যতম জনকের প্রতি

কোন্ প্রাণে কোন্ মুখে বলিব পালিতে
এহেন নিষ্ঠুরাদেশ লজ্জাকর অতি,
এ কার্য্য কি হয় দেহে জীবন থাকিতে ?
তোমার শাসনাধীনে কিন্তু যে দিবসে
করিয়াছে আরোহণ বঙ্গ-সিংহাসনে,
অবশ্য সে দিন হতে বিনত-শিরসে
বাধিত হয়েছে তব আদেশ পালনে।

৩৪

"ভেবে দেখ যেই জন পৃথ্বী-অধিপতি,
যাঁহার অমিত তেজে কাঁপে ধরাতল,
যাঁর পদে কত নৃপ জানায় প্রণতি,
শার্দ্দূল সমীপে যেন অজ দুরবল !
উদয় ভূধরাবধি অস্তাচল হতে
আকাশের তলে হেন নাহি এক জন,
যাঁর পদ-যুগ নাহি পূজে শ্রদ্ধামৃতে
উড়ায়ে হরষভরে যশের কেতন।

৩৫

"দেবগণো আকাশের অন্তরালে থাকি,
বিজয়-কীর্ত্তন যাঁর ঘোষে কুতুহলে,
পিঞ্জরে আপন মনে বসে গায় পাখী।
অধিক কি মহারণ্যবাসী পশু-দলে

সমভাবে করে যাঁর মান প্রদর্শন, *
(হিতাহিত জ্ঞান যারা চির বিরহিত)
মানভ্রষ্ট হন যদি সেই মহাজন,
কি বলে জগত তাঁরে? চিন্তার অতীত।

৩৬

"হয় ত, হয় ত কেন? অম্লান বদনে,
আন্দোলিয়া তাঁর মান-চ্যুতির বিষয়,
পরুষ বচন কত উচ্চারণ করে
প্রজাগণ শত ধিক প্রদানে নিশ্চয়।
যত দিন শূন্যপথে রবি তারা চাঁদ,
হিতাহিত বোধ ভবে রহে যত দিন,
ততদিন রহে তাঁর সেই অপবাদ,
প্রস্তর-অঙ্কিত দাগ হয় কি বিলীন?

৩৭

"কি আর বলিবে দাস, ইচ্ছা অনুসারে
কর কাজ মহারাজ, কে আছে এমন
নরকুলে, নিবারিতে পারে আপনারে?
এ সংসারে হেন শক্তি ধরে কোন্ জন

* হস্তী সকল বাদশাহদিগের সম্মুখ দিয়া যাইবার সময় সেলামের ছলে শুণ্ডোত্তোলন করিয়া যাইত।

রোধ করে তটিনীর প্রবল প্রবাহে ?”
নীরবিল মন্ত্রিবর এতেক কহিয়া,
চিন্তা-অবসন্ন চিতে চারিদিকে চাহে,
দীর্ঘ উষ্ণ শ্বাস ফেলে রহিয়া রহিয়া।

৩৮

মৃগয়ু-অধর-চাপে কুরঙ্গ যেমতি
বীণার লহরীমালা করিয়া শ্রবণ,
ধ্রুত হয়, জড় সম হয়ে হীনগতি,
জানে না যে তীক্ষ্ণ শরে নাশিবে জীবন।
মন্ত্রীর কৌশলপূর্ণ এই বাক্যাবলী
মূর্খমতি দিল্লীপতি তেমতি শুনিয়া
পূর্ব্বের সে দৃঢ়ীকৃত সংকল্প সকলি,
প্রলোভনে মুগ্ধ হয়ে যাইল ভুলিয়া।

৩৯

আছিল মুহূর্ত্ত আগে সম্রাটের মন,
অদম্য পাষাণ সম কাঠিন্য গঠিত,
অনুভব হয়েছিল তাঁহার এ পণ
অটল রহিবে কভু হবে না স্খলিত।
কিন্তু রে সমীর যবে দুরন্ত প্রভাবে
বীর দাপে ক্ষিপ্ত প্রায় ভ্রমে অবিরল,
আর কি থাকিতে আহা পারে স্থিরভাবে
সরসী-আরসী খানি অতি নিরমল ?

৪০

স্তাবকের স্তুতিবাদ শুনি স্থিরভাবে
অর্ব্বাচীন সম্রাটের গলিল হৃদয়,
ক্রূরমতি নিজামের ঘৃণিত প্রস্তাবে
সম্মতি দানিল দৃঢ় মানিয়া প্রত্যয়।
হায় কেকোবাদ! তব একি মতিভ্রম,
এই কি সভ্যতা? এই শিক্ষা পেয়েছিলে?
যশো-শশধর তব বিশ্বে নিরুপম,
অকপটে কলঙ্কিত করিতে চলিলে?

দ্বিতীয় স্তবক সমাপ্ত

তৃতীয়-স্তবক



দিল্লী—যমুনাতীর—বঙ্গাধিপের শিবির

১

দিবা অবসান প্রায়, পশ্চিম গগন
শোভিত কি অপূর্ব্ব শোভায়।
হরিত লোহিত নীল বিবিধ বরণে
দৃশ্য গুলি কিবা শোভা পায়।
ধন্য সেই চিত্রকর,—বিচিত্র কৌশল,
শক্তি তাঁর চিন্তার অতীত।
কেমনে বুঝিবে বল ক্ষুদ্রমতি নর,
চির তত্ত্ব-জ্ঞানবিরহিত।

২

জীবগণে পীড়নিয়া প্রচণ্ড বিক্রমে
প্রভাকর শাসিয়া ধরণী।
প্রাচীন বয়সে এবে বীরত্ব হারায়ে
শক্তিহীন অচল ধমনী।
অই দেখ ধীরে ধীরে আপন শিবিরে
ক্ষুণ্ন মনে ক্লান্ত কলেবরে।

যাইতেছে শান্তিলাভ করিবার তরে,
অস্তাচল-শিখর উপরে।

৩

উত্তপ্ত পৃথিবী এবে হইল শীতল,
প্রাণীমাত্র পুলকিত মন।
বারী-আশে চেয়ে আর বারীদের পানে
করেনাক চাতক রোদন।
শ্রবণ-মোহন স্বরে বিহঙ্গম কুল
আসীন হইয়া নীড়োপরে,
মধুর কাকলী করে, আপন শাবকে
পাখায় আবরি স্নেহভরে।

৪

বহিতেছে মৃদুস্বনে চঞ্চল সমীর
শীতলতা করি বিতরণ।
সুগন্ধে মোহিছে আজি দিগদিগন্তর,
মরি কিবা সুখ-পরশন।
তাহার পরশে দোলে পাদপের পত্র,
তরু-কণ্ঠে ঝুলিছে ব্রততী,
তরঙ্গিণী-বক্ষে রঙ্গে খেলিছে তরঙ্গ,
নয়নের প্রীতিকর অতি।

৫

ক্রমে সমাগতা হল সন্ধ্যা সিমন্তিনী,
ভুবনে ভরিল অন্ধকার।

সুচারু নবীন সাজে শোভিল ধরণী,
প্রকৃতির দৃশ্য চমৎকার।
পেচক কোটর ত্যজি হরষে মাতিয়া
আরম্ভিল কর্কশ ঝঙ্কার।
সন্ধ্যা-সম্ভাষণ তরে চিত্ত বিনোদিয়া
ঝিল্লীদল বাজায় সেতার।

৬

সোনার বরণে নীল অনন্ত আকাশে,
দুই এক নক্ষত্র ফুটিল।
দেখিতে দেখিতে আহা নিমেষ ভিতরে
সহস্র সহস্র প্রকাশিল।
সুরবালাগণ যেন পূজার বিধানে
স্বর্গধামে মন্দাকিনী-নীরে,
নন্দন-উদ্যান-সার পারিজাত লয়ে
একে একে ভাসাল সুধীরে।

৭

এ সংসারে পরিতোষ জন্মে কিসে কার
তাহা কভু বলা নাহি যায়।
এক জনে দানে যাহা সন্তোষ অপার,
তাহা পুন অপরে কাঁদায়।
তিমির নিরখি অতি বিষাদিত মনে,
ভয়ে চক্ষু মুদিল নলিনী।

আবার নিরখ অই নিশা-সহচরী
কুমুদিনী কত উল্লাসিনী।

৮

চলিছে কালিন্দী রঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া
মধুময় কল কল স্বনে।
বক্ষ পরে অগণিত ললিত লহরী
খেলিতেছে আপনার মনে।
যমুনার তটোপরি তরল আঁধারে
আবরিত করিয়া শরীর,
বিজয়-কেতন শিরে ধরিয়া গরবে
শোভে বঙ্গাধিপের শিবির।

৯

আঁধারে অপূর্ব্ব ভাবে আলেয়ার মত
তাহে দীপ্ত দীপমালা জ্বলে।
তীর-ভূমি অতিক্রমি হয়েছে বিস্তৃত
প্রভা তার তরঙ্গিণী-জলে।
হ্রেসিছে তুরঙ্গ রঙ্গে, জলদ-গর্জ্জনে,
নাদিতেছে মাতঙ্গের দলে।
যামিনীর মৌন-ব্রত যেতেছে ভাঙ্গিয়া
অসংখ্য সৈন্যের কোলাহলে।

১০

বসিয়া সৈনিক কেহ উচ্চ কণ্ঠ তুলি
সুধাময় সংগীত বরষে।

তাল, মান, লয়যুত, সুতান চড়ায়ে
বীণা যন্ত্রে মনের হরষে।
বিশাল প্রান্তর ব্যাপি সে সংগীত-ধ্বনি
পবন-বাহন আরোহণে,
সুধীরে উঠিয়া ভ্রমে চঞ্চল হইয়া
যামিনীর নিথর গগনে।

১১

কাঁদিছে কেহবা অতি ব্যথিত মরমে,
বহু দিন হয় নাই গত,
করাল কালের মুখে দারুণ সংগ্রামে,
পিতা কিম্বা পুত্র যার হত।
দিল্লীর প্রান্তরে পুন আসন্ন আহবে
কি যে তার ভাগ্যে আছে হায়!
সে চিন্তায় নিদ্রা নাই নয়ন-পল্লবে,
অশ্রুনীরে বুক ভেসে যায়।

১২

জাগ্রতে অঙ্কিত করি হৃদয়-দর্পণে
প্রিয়তমা প্রাণ-প্রতিমায়,
কোন বীর চিরসখী চিন্তা দেবী সনে
অভিভূত হয়েছে নিদ্রায়।
সে চিন্তা হইতে তার নাহি কভু ত্রাণ,
নিদ্রাতেও সে ভাবনা ভাবে।

মনশ্চক্ষে প্রেয়সীরে, হেরে অধিষ্ঠান
পার্শ্বদেশে স্বপ্নের প্রভাবে।

১৩

ধন্য স্বপ্ন মায়াবিনি! অপার ক্ষমতা,
বিচিত্র তোমার অভিনয়।
নবীন—নবীনতর দৃশ্য অপরূপ
তব বলে হেরে জীবচয়।
পুত্রবতী কর তুমি বন্ধ্যা-সিমন্তিনী,
বিধবারে কর গো সধবা।
অতীত ঘটনাচয় প্রত্যক্ষ দেখাও,
তব গুণ কহিব কতবা।

১৪

স্থানান্তরে কোন জন বসিয়া আবার
কল্পনা করিছে মনে মনে;
লুণ্ঠিয়া বিপুল ধন ধনেশ সদৃশ
ধনী হবে এ ভব ভবনে।
এরূপ প্রবল চিন্তা জাগিছে সতত
কোন বীর পুরুষের মনে,
পদোন্নতি সনে লভিবেক পুরস্কার
বিক্রম দেখায়ে রণাঙ্গণে।

১৫

এ সময়ে বঙ্গপতি বাখর সুমতি
একাকী বসিয়া স্ব শিবিরে,

নীরব কেন গো আজি আনন্দের লেশ
নাহিঁ তাঁর হৃদয়-মন্দিরে ?
নেত্রদ্বয় অপলক, ললাট কুঞ্চিত,
হাসি নাই বদনমণ্ডলে।
উদাস উদাস ভাব, বিন্যস্ত করিয়া
গণ্ডস্থল বাম করতলে।

১৬

লাবণ্য-শোভিত পূর্ণ চন্দ্রমা যেমতি,
আবৃত হইলে জলধরে।
যামিনী-সৌন্দর্য্যে হয় কালিমা সঞ্চার,
হাসি আর থাকে না অধরে।
বিকচ কুসুম কিম্বা হয়রে মলিন
ক্রূরমতি কীটের দংশনে,
বিষণ্ণ মূরতি ধরি চিন্তাকুল চিতে
বঙ্গনাথ তথা সিংহাসনে।

১৭

সতত প্রফুল্ল থাকে যাঁহার অন্তর,
তিনি কেন মগ্ন শোক-ধূমে ?
কি চিন্তা-দাবাগ্নি পশি হৃদয়-কাননে,
ভস্মিয়াছে আনন্দ-কুসুমে ?
প্রভাময় প্রভাকর কেনরে নিষ্প্রভ,
কেন কুহেলিকা আবরিত ?

বলিতে অশক্ত নর-দুর্ব্বল রসনা
সব অন্তর্য্যামীর বিদিত।

১৮

সহসা চকিত ভাবে নিদ্রোত্থিত প্রায়
মায়াময়ী চিন্তার আদেশে,
সুদীর্ঘ নিশ্বাস সহ পর্য্যঙ্ক ত্যজিয়া
দাঁড়ায়ে শিবির-দ্বারদেশে—
শূন্য মনে শূন্য পানে যেনরে উন্মাদ
ক্ষণতরে রহিল চাহিয়া,
ক্ষণেক কি কথা যেন লাগিল শুনিতে
অধোমুখে শ্রবণ পাতিয়া।

১৯

আসনে বসিয়া পুন গ্রন্থ লয়ে করে
নিরত হইল অধ্যয়নে,
কিন্তু কি পড়িবে সেই, চিন্তা একবার
যাহার মরম পরশনে ?
ধাতার রচনা মাঝে নাহি হেন স্থান,
আহা তার শান্তি তথা আছে।
বিশ্ব-বিজয়িনী যেই নিদ্রা বিমোহিনী,
পরাজিতা চিন্তিতের কাছে।

২০

"উঃ কি হইল মম মাথার ভিতরে
ঘূর্ণী বায়ু ঘুরিতেছে যেন,

কিছুই লাগেনা ভাল, উঠিতে বসিতে
স্বেদ ধারা গাত্রে ঝরে কেন?
কালানল পরিপূর্ণ অখিল সংসার,
শূন্যময় যেই দিকে চাই,
বারণ না মানে প্রিয় জীবন-বিহঙ্গ
করিতেছে পালাই পালাই।"

২১

"হায় রে আগ্নেয় গিরি-গর্ভস্থ অনল
প্রচণ্ড মূরতি যবে ধরে,
গরভ অবার্য্য বেগে বিদারি নির্গমে
হুঙ্কারে কাঁপায়ে চরাচরে।
দুঃসহ জ্বলন্ত জ্বালা আমার অন্তরে
অনর্গল জ্বলিছে তেমত,
ফাটিল ফাটিল হৃদি তাহার প্রদাহে
ভস্মে যেন হৈল পরিণত।"

২২

চিন্তাকুল বঙ্গরাজ এতেক কহিয়া
কি জানি ভাবিয়া কিবা মানসে আবার,
আসন হইতে বেগ ভরেতে উঠিয়া
মৃদুল চরণ-ক্ষেপে অজ্ঞাতে সবার
চলিলেন পরিহরি শিবির সজ্জিত,
একেবারে কোন দিকে লক্ষ্য নাহি করি,

এত যে সাধের গ্রন্থ স্বর্ণ-বিখচিত,
অনাদরে ভূমি পরে যায় গড়াগড়ি।

২৩

অদূরে তরঙ্গময়ী প্রবাহিণী-তটে,
নিরখি ভূতল পানে ভ্রমিতে লাগিল,
সৌদামিনী যত শীঘ্র জলদে প্রকটে,
যত দ্রুত বিচরিতে পারক অনিল,
তার চেয়ে দ্রুতবেগে, লীন না হইতে
একটী চিন্তার স্রোত, নয়ন-পলকে
শত উদে মনে তাঁর বিভিন্ন মূর্ত্তিতে।
কভু তাহে শান্ত কভু হৃদয় চমকে।

২৪

ভাবনা-বিহ্বল চিতে করিল স্মরণ
শেষবার পুত্রের সে লিপির ভারতী,
কি লিখেছে? বলিতে যে স্ফুরেনা বচন,
লেখনী নিশ্চল হয়, নিদারুণ অতি
জনমে মরমে ব্যথা, লিখিয়াছে হায়
'মান প্রদর্শিতে মম সাক্ষাৎ সময়ে
সকলের সম্মুখেতে প্রকাশ্য সভায়,
প্রণতি করিবে তিন বার নত হয়ে।'

২৫

"উঃ কি ঘোর অহঙ্কার অত্যাচার এত?"

বলিতে বলিতে রুদ্ধ হল কণ্ঠ-স্বর ।
বাত-বিদোলিত কদলীর পত্র মত
কাঁপিতে লাগিল দ্রুত সর্ব্ব কলেবর ।
জ্বলিতে লাগিল আঁখি জ্বলন্ত বহ্নিতে,
বদনমণ্ডল হল রক্তিম বরণ,
ক্রোধে কাল সাপ যেন লাগিল গর্জ্জিতে,
নাশিকায় উষ্ণ শ্বাস বহে ঘনে ঘন ।

২৬

শোণিত উত্তপ্ত হয়ে রক্তাধিকরণে ।
শিরায় শিরায় তীব্রতর বেগে ছুটে,
দশনে দশন পংক্তি সবল-ঘর্ষণে,
অনুমান হয় দন্ত গেল বুঝি টুটে ।
ক্রুদ্ধ-কলেবরে এইরূপে বহুক্ষণ
রহিল, অপেক্ষাকৃত শান্তি দিতে চিতে,
উদ্দীপ্ত ক্রোধাগ্নি হল নির্ব্বাণ এখন,
অতঃপর বঙ্গেশ্বর লাগিল বলিতে ।

২৭

"উঃ কি ঘোর অহঙ্কার এত অত্যাচার ?
এত স্পর্দ্ধা ? ক্ষুদ্র বৃক্ষ শৈল-পাদ-মূলে
জন্ম লভি, সেই শৈল (অভ্রভেদী যার
শির সদা) উল্লঙ্ঘিয়া ভেদি মেঘকুলে
প্রয়াস পর্শিতে নীল সুদূর গগন ?

ভানুর কিরণ লয়ে চিরদিন তরে
শরীর-সৌন্দর্য্য যেই করে সম্পাদন,
সেই বিধু বিম্লানিতে চাহে শশধরে ?

২৮

"রক্ত মাংসময় দেহে আছে কোন্ জন
সহিবারে পারে এই অনল-যাতনা ?
হৃদি-স্তরে স্তরে মম যায় যে জীবন,
দংশে কোটী কীট ঢালি তীব্র বিষ-কণা।
ভ্রষ্টমতি কুলাঙ্গার! তুই রে ব্রহ্মাণ্ডে
নররূপে হয়েছিস্ পাপ আবির্ভূত,
ধিক তোর দুরাশায়, ধিক কর্ম্ম কাণ্ডে,
কলঙ্কিত প্রাণে ধিক ধিকরে প্রভূত।"

২৯

"কেন তোর বুদ্ধিভ্রংশ হলরে এমন ?
পিপীলিকা-পক্ষ বুঝি মরিবার তরে ?
জান না স্বর্গেরে পদে করিয়া দলন
শেষে কি দুর্গতি ঘটে দনুজ-নিকরে ?
দেবদ্রোহী রে পামর! দেবের সম্মান
হরিতে উদ্যত হয়েছিস্ কোন্ বলে ?
ধর্ম্ম যদি থাকে পাবি তথা প্রতিদান,
যদুকুল ধ্বংস যথা ঋষি-কোপানলে।

৩০

"এই দণ্ডে পাপাত্মার প্রতিবিধানিতে
সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত পারি সুনিশ্চয়।
পঞ্চভূতে দেহ তার বিলীন করিতে
সক্ষম পৃথকি সূক্ষ্ম পরমাণু চয়।
কঠোর বচন হেন করেছে প্রয়োগ
যেই মুখে পাপময়ী যে তার রসনা,
এই তীক্ষ্ণধার অসি করিয়া নিয়োগ
শতধা বিচ্ছিন্ন করি এ মোর বাসনা।

৩১

"কিন্তু কি করিব অহো হৃদি ফেটে যায়,
আপনার মাথা খেয়ে আগে না বুঝিয়ে,
কুঠার মেরেছি নিজে আপনার পায়।
নির্ব্বোধের মত আত্ম-হিত না চিন্তিয়ে
লিপির প্রস্তাবে যবে হয়েছি সম্মত,
তখন আমার এ যে বৃথা আস্ফালন?
কেমনে ফিরাব এবে, সাধ্য নহে তত,
করস্থিত তীর শূন্যে ছুড়িছি যখন।

৩২

" হা দুর্ম্মতি পশ্বাচারি অকৃতজ্ঞ হিয়া!
এ হেন দুর্ব্বাক্যাবলী বিন্যস্ত করিতে
পত্র মাঝে, হস্ত তোর শিথিল হইয়া

লেখনী পতিত হয় নাই কি ভূমিতে?
পাষাণ-হৃদয় তোর হয়নি কম্পিত?
সবেগে আপনা হতে নয়ন-কোণায়
হয় নাই শোক-অশ্রু-জল উচ্ছ্বসিত?
সেই দণ্ডে ভীম বজ্র পড়েনি মাথায়?

৩৩

"(হায়) আগে জানিতাম যদি এর সমাচার
এ অমূল্য কল্পতরু করিবে অর্পণ,
জীবন-নাশক ফল গরল-আধার
পীযূষের পরিবর্ত্তে অতীব ভীষণ!
তবে কি স্বর্গীয় পিতৃ-দেবের ভারতী
লঙ্ঘন করিয়া শ্রেষ্ঠ দিল্লী-সিংহাসনে
আরোহিতে করিতাম ব্যক্ত অসম্মতি,
শান্তিময় তুচ্ছ বঙ্গ-রাজ্যের ছলনে?

৩৪

"সদয় হইয়া যদি কেহ অভাগায়
বলিত, এ রত্নময় কোষ-অভ্যন্তরে
বিরাজে বিষম ফণী বিষাকর হায়,
তবে কি দিতাম স্থান হৃদয়-আগারে?
সেই সে মুহূর্ত্তে দূর পারাবার পার,
নিক্ষেপিয়া করিতাম নেত্র-অন্তরাল,

অথবা বিষের দন্ত উৎপাটিয়া তার,
এড়াতাম অনায়াসে সকল জঞ্জাল।

৩৫

"অয়ি স্মৃতি! কেন আজি জ্বাল পুনর্ব্বার
ভূতপূর্ব্ব সে আলোক মানস-মন্দিরে?
মৃত দেহে কেন গুরু অশনি-প্রহার?
মনে পড়ে সেই কথা, ভাসি অশ্রু-নীরে,
পিতার অন্তিম বাক্য (নাহি দোষ তাঁর)
উপেক্ষিয়া ভুঞ্জিতেছি পাতকের ফল,
এ সকল দুরদৃষ্ট ক্রমে অভাগার
বিধাতার ষড়যন্ত্রে ঘটিছে কেবল।

৩৬

"ওরে দগ্ধ বিধি! তোমা কোন্ মূঢ়মতি
দয়াময় পিতঃ বলি ডাকে প্রীতিভরে?
নাহি তব সুবিচার, নাহি এক রতি
ধর্ম্ম দয়া মায়া লেশ হৃদয়-কন্দরে।
থাকিলে করিত কি এ ভাগ্যহত জনে
পঙ্কিল নয়নাসারে ধরা নিরন্তর?
থাকিলে এ আর্ত্তনাদ আমার শ্রবণে
উথলিত নাকি তব দয়ার সাগর?

৩৭

"আজি অনুতপ্ত চিতে ডুবে তমোকূপে

এ প্রান্তরে করিতেছি এই ত রোদন,
ভবিষ্য অদৃষ্ট-গর্ভে অলক্ষিত রূপে
না জানি দুঃসহ কত অপ্রিয় বচন,
কত অপমান কান্না রয়েছে নিহিত
অকাতরে স'তে হবে প্রাতে। রে জীবন
এখনি এ দেহ হতে হরে বহির্গত,
হউক এ স্থান মোর সমাধি-ভবন।

৩৮

" জগত-জনের শোক-সন্তাপহারিণী
নক্ষত্রশালিনী অয়ি বিভাবরি সতি!
অসীম অনন্ত মম দুখের কাহিনী
শুনিবে কি, শুনিবে কি কাকুতি মিনতি?
প্রভাত হয়োনা আজি এই নিবেদন,
এই স্নিগ্ধ ভাব ধরে রহ দয়াশীলে,
নিষ্ঠুর অন্তরে তুমি যাইলে এখন
ডুবিতে হইবে প্রাতে দুর্দ্দশা-সলিলে।

৩৯

" আর চালায়োনা রথ মনোরথ-গতি,
শূন্য কক্ষে তোমরা হে তারকা মণ্ডল,
ধারণ করহ চির অচল মূরতি,
মুদিও না হিরণ্ময় নয়ন উজ্জ্বল,
অথবা ত্রিদিববাসী তোমরা সকলে

পাপিষ্ঠের প্রতি হয়ে প্রসন্ন-হৃদয়,
ইঙ্গীতে সঞ্জীব মন্ত্র যাও এক বলে
যাহে ত্রাণ পাই আজ হতে এ নিরয়।

৪০

"শুনেছি দয়ার্দ্র নদি! রমণীর মন,
পরের দুখেতে বুকে বড় বাজে তার,
কেন তার বিপরীত তুমি গো এমন?
কঠিন কামিনীকুলে পরাণ তোমার!!
না নদি প্রকৃত সুখী তুমি এই ভবে
দুখ-রাহু পর্শে নাই তোমারে কখন,
কিরূপে দুখের দাহ বুঝিবেক তবে?
সর্পদষ্ট জন (ই) জানে বিষের জ্বলন।

৪১

"যাও তুমি মনোল্লাসে সাগর-সঙ্গিনি!
যাও পারাবার-পাশে নাচিতে গাহিতে,
কাঁদিবার তরে আমি জন্মেছি তটিনি!
তব তীরে আঁখি-ধারা থাকি বরষিতে।
হায় এ যন্ত্রণা আর না পারি সহিতে,
বসুন্ধরে! হতভাগ্য জনে কর গ্রাস,
ধূলিসার হোক দেহ, দেহের সহিতে
যত দুখ সব হোক একেবারে নাশ।"

৪২

অকস্মাৎ ঘন মেঘ মসীর বরণ
স্তরে স্তরে বায়ুবেগে উঠিতে লাগিল,
মাথায় ঠেলিয়া শূন্য, সমস্ত গগন
চক্ষের পলক মাঝে আচ্ছন্ন করিল।
রুচির নক্ষত্র মালা রূপে ঢল ঢল,
এই যে করিতেছিল ক্ষিতিতলে দান,
শীতল উজ্জ্বল কর নিতান্ত তরল,
স্মিতমুখে হইয়াছে সব তিরোধান।

৪৩

গাঢ়তর অন্ধকারে মগ্ন চরাচর,
ভয়াবহ প্রকৃতির করাল বদন,
কিছুই না হয় আর নয়নগোচর,
তিমিরেতে একীভূত মেদিনী গগন।
ব্যাকুল পথের মাঝে এবে পান্থ লোকে,
না জানি কতই ক্লেশ পেতেছে তাহারা,
যায় যদি তড়িতের চপল আলোকে
এক পদ, তখনই হয় পথহারা।

৪৪

বঙ্গেশের দুখ দেখি নব জলধর
অতি গুরু ব্যথা পেয়ে কোমল অন্তরে,
পাগলের মত মরি কাঁদিল বিস্তর,

বহিল বৃষ্টির স্রোত ধরার উপরে,
ভয়ঙ্কর আর্ত্তনাদে ফাটিয়া অম্বর
হইল সহস্র চির যেন বোধ হয়,
অচলা বসুধা কাঁপে থর থর থর,
সত্রাসে জীবজন্তু স্তম্ভিত-হৃদয় ।

৪৫

শণ শনি সর্ব্বব্যাপী দুরন্ত সমীর
চলিতে লাগিল যেন প্রমত্ত বারণ,
সুদৃঢ় বিটপী কত হইয়া অধীর
যুঝিল, করিল শেষে আত্ম সমর্পণ ।
পরুষ পবনাঘাতে কর্দ্দম মাখিয়া
ছিন্ন শতদল পড়ে সৈকত উপরে,
বদ্ধ তরী গুণ ছিঁড়ি তীরেতে লাগিয়া
চূর্ণিয়া পশিল কত তটিনী-উদরে ।

তৃতীয় স্তবক সমাপ্ত

চতুর্থ স্তবক।

দর্শন।

১

সহৃদয়গণ এস! সহৃদয়গণ!
বহে মৃদু গন্ধবহ,
বিহঙ্গম তার সহ
কূজনে, করেছে রবি কর সম্বরণ,
প্রান্তর ভ্রমণে এবে তৃপ্ত হবে মন।
নিরখিয়া প্রকৃতির মূরতি উদার,
আনন্দ-মদিরা পানে
উন্মত্ত হইবে জ্ঞানে,
অজ্ঞাতে খুলিয়া যাবে মনের দুয়ার,
নিরখিয়া প্রকৃতির মূরতি উদার।

২

দেখ দেখ সবে অই সম্মুখ প্রান্তরে
আড়ম্বরে অনুভব,
না জানি কি মহোৎসব,
শ্রেণীবদ্ধ আছে তাই মানব নিকরে,

যেন বা রয়েছে কার প্রতীক্ষার তরে।
স্থাদে দেখ দিল্লীপতি উচ্চ সিংহাসনে,
শ্বেত ছত্র শিরে ধরা,
শুক্ল পরিচ্ছদ পরা,
বাম ও দক্ষিণ ভাগে পারিষদগণে,
হেথা সমবেত সবে কি কার্য্য-সাধনে?

৩

আবার সুদূরে ঐই বঙ্গ-কহিনুর
বাখর উদারমতি,
দয়ার সরিৎপতি,
নির্ম্মল অন্তর যথা নির্ম্মল মুকুর,
নিয়ত বিরাজে যাহে ভাব সুমধুর।
(এবে) বিষম চিন্তার চিহ্ন প্রকটে বদনে,
কুঞ্চিত ললাট ভাগ
শশাঙ্কে চড়েছে দাগ,
হায়রে অধর যুগ কাঁপে ঘনে ঘনে,
মানসিক বৃত্তিচয় নিস্তেজ এক্ষণে।

৪

ভূতলে কি শূন্যে আছে নাহি বাহ্যজ্ঞান,
না আছে বচন-স্ফূর্ত্তি,
ভাস্কর-খোদিত মূর্ত্তি
সদৃশ, সুস্থির ভাবে করে অবস্থান,

অবশ হৃদয়তন্ত্রী ব্যাকুল পরাণ।
পূর্ব্ব অঙ্গীকার ক্রমে প্রকাশ্য সভায়—
(বলিতে এ ইতিবৃত্ত,
শোকানলে জ্বলে চিত্ত,
মহাক্ষোভে বুক ফাটে, অজস্র ধারায়
বহে নেত্র-নীর, রক্ত শুকাইয়া যায়)।

৫

—অলক্ষ্যে করিয়া দৃষ্টি উচ্চ সিংহাসন,
সাষ্টাঙ্গে অপন পুত্রে
নমিল সাক্ষাৎ সূত্রে
যুগান্তর ধরাক্ষেত্রে আজি সংঘটন,
হায়রে ঘটিল আজ "অপূর্ব্ব-দর্শন।"
অহোরে অভূতপূর্ব্ব আজের ঘটনা,
লোম-হরষণ দৃশ্য
দেখিয়া কাঁপিল বিশ্ব
ছুটিল মহোল্কা-শিখা প্রদীপ্ত-রসনা,
কক্ষচ্যুত গ্রহপুঞ্জে কাঁদে দিগঙ্গনা।

৬

দেখায়ে ক্ষণিক প্রভা গগনের তলে,
শত শত ক্ষণপ্রভা মুহুর্ম্মুহু জ্বলে,
দক্ষ বাজিকর যেন,
অগ্নিময় ফণী হেন

লইয়া খেলিছে থাকি মর-নেত্রাড়ালে।
গর্জ্জিল জীমূতবৃন্দ গম্ভীর নির্ঘোষে
নিষ্ঠুর পাপীরে যেন দেখাইতে ভয়,
আলোড়িয়া সিন্ধু-জল,
উপাড়িয়া তরুদল,
প্রকৃতি ছাড়িল শ্বাস চূর্ণি হিমালয়।

৭

প্রকৃতি ত্যজিল শ্বাস চূর্ণি হিমাগার,
প্রলয়ের সূত্রপাত,
আজি একি অকস্মাৎ ?
মুহূর্ত্তে চৌদিকে ঘোর কুয়াশা বিস্তার,
শ্রবণ বধিরি উঠে উচ্চ হাহাকার।
এইবার বিধাতার সাধের রচনা
যায় বুঝি রসাতলে,
ডুবে রে অতল জলে,
যায় যাক, ঘুচে যাক সকল যন্ত্রণা,
লুকাক ও নারকীর মুখ এ বাসনা।

৮

পুত্র হয়ে জনকের লইল প্রণতি ?
হায় একি অত্যাচার,
হায় একি অবিচার,
হায় একি ব্যবহার বিপরীত অতি,

স্বর্গের উপরে এ যে নিরয়-বসতি !!
দয়া ধর্ম্ম আজি কি রে অদৃশ্য হইল;
নিষ্ঠুরের আজ হতে
রাজ্য হল এ ভারতে ?
বিষম কলুষে স্বর্ণ-ভূমিরে গ্রাসিল !
শৃগালে সিংহের বক্ষে পদাঙ্ক স্থাপিল।

৯

তমস-নাশন যেই সহস্র কিরণ,
যার তেজে প্রতিভাত
হয় নিত্য নিশানাথ,
সুবর্ণ সুষমা ধরে তারা অগনণ,
গ্রহাবলী যার ঋণে বদ্ধ অনুক্ষণ।
সেই সে আদিত্য, সেই জ্যোতিঃ মূলাধার,
সামান্য রাহুতে গ্রাসে
হুঙ্কারি গভীরোচ্ছ্বাসে,
সর্ব্ব পরাক্রম হ্রাসে নিমেষে তাহার ?
হায় রে গরিমাশূন্য গরিমা-ভাণ্ডার।

১০

সর্ব্বদর্শী বিশ্বপাতা বিশ্ব-নিয়ামক !
বিধি- বিগর্হিত তব
একি খেলা অসম্ভব
খেলিলে ভুবনে আজ ? অতি ভয়ানক !

পাপীশাস্তা নহ তুমি পুণ্যাত্মাপীড়ক !!
নিরেট পাষাণ সম হৃদয় তোমার,
তা না হলে সুরদলে
পরাভবি দৈত্য বলে,
অপমানি করে স্বর্গ-রাজ্য ছারখার ?
দময়ন্তী সতী ভাগে লাঞ্ছনা অপার ?

১১

তা না হলে পতিপ্রাণা বৈদেহী সুন্দরী
নারীকুল-শিরোমণি,
প্রাতঃস্মরণীয়া যিনি,
দুঃসহ দুখেতে কাঁদে হাহাকার করি ?
কানন-চারিণী সেই রাজরাজেশ্বরী ?
নরকের কীট অই সম্মুখে আবার
নহিলে এ অপকর্ম্ম
করে বিসর্জ্জিয়া ধর্ম্ম ?
তোমারি কৌশলে এই নৃশংস ব্যাপার,
নিষ্ঠুর বিধান তব নিষ্ঠুর বিচার !

১২

আবার—আবার অই করিল প্রণতি,
আর না পারিনা আর,
দেখিতে এ পাপাচার,
অশ্রুসিক্ত বাখরের পাণ্ডুর মুরতি,

দূর হয়ে যারে আজ দর্শন-শকতি।
পৈশাচিক দৃশ্য এই হেরিল যেমন,
অমনি স্তম্ভিত হয়ে
ক্ষণেক নিশ্চল রয়ে
ছুটিল বারতাবহ ক্রুদ্ধ সমীরণ
শোক-সমাচার বিশ্বে করিতে জ্ঞাপন।

১৩

শোকের বারতা এই শুনিয়া সদুখে
প্রকৃতির হাসিভরা
মুখ হল ম্লান পারা,
বরাঙ্গ হইতে বালা কুসুম-ভূষণ
ছড়ায়ে ফেলিল ভূমে বিষাদে তখন,
যমুনা সুকল নাদে প্রফুল্ল বয়ানে,
উপহার লয়ে হাতে
ভেটিবারে জলনাথে
যেতেছিল শুনিতেই আকুল পরাণে
কলহীন মুখে নদী ছুটিল উজানে।

১৪

সচল জলদপুঞ্জ আকাশ উপরে
সুধীরে আহ্লাদে ভেসে
যেতেছিল হেসে হেসে,
এই নিদারুণ বাণী শ্রবণ-কুহরে

পাশিতেই দাঁড়াইল বিষণ্ণ অন্তরে।
রোষভরে বীরাঙ্গণা জলদ-রঙ্গিণী
চমকে উন্মত্তা হয়ে,
সর্ব্বগ্রাসী বহ্নি লয়ে
(যেনরে করাল কাল সদৃশ চাহনী)
ভস্মিবারে সমুদ্যত এ পাপ অবনী।

১৫

আকুল বিহঙ্গকুল বৃক্ষ-অন্তরালে,
শাবক ফেলিয়া দূরে,
ক্ষোভেতে নয়ন ঝুরে,
স্তব্ধীভূত বনস্থলী—তমালে পিয়ালে,
নীরব, কেহ না গায় লালিত্য মিশালে।
জনস্থানে নরনারী আবাল বনিতা
বিষম বিষাদ সঙ্গে
বিলাপে অবশ অঙ্গে,
অবরোধে কুলবধূ চির-বিকশিতা,
এ দারুণাঘাতে আজ শোকাশ্রু প্লাবিতা।

১৬

শোকের উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ চতুর্দ্দিক,
অলি না আহরে মধু,
শুষ্কমুখী ফুল বধূ,
নিকুঞ্জ না ভাসে গীতামৃতে অলৌকিক,

নীরবে নিষ্ঠুরে সবে দেয় শত ধিক।
অধীর ব্যাকুল প্রাণ স্থাবর জঙ্গম,
জগতের আদরের
কিবা যেন যতনের
মহামূল্য নিধি এক করেছে ক্ষেপণ
অতল সিন্ধুর তলে কোন্ নিরমম।

১৭

এবার—তৃতীয় বার উন্মাদের প্রায়
উপক্রম করিতেছে যেই নমিবার,
এমন সময় হায়
যেন দৈববাণী প্রায়,
সহসা উঠিল এই সদুখ চীৎকার—
"পৃথ্বীরাজ! দিল্লীরাজ! দিল্লীর তপন!
প্রবাহ জীবন-তরী,
যে তারকা লক্ষ্য করি,
অযতনে সেই ধ্রুব নক্ষত্রে এখন
উপেখি অকালে তরী দিছ বিসর্জ্জন?

১৮

নিতান্ত অবোধ তুমি, যেই বীজ হায়
রোপিলে করম-ভূমে আজ, অচিরায়
তার তুল্য অবিকল
পাবে বিষময় ফল,

নিশ্চয় জানিও ইহা না হবে ব্যত্যয়।"
থামিল আকাশবাণী, যুবকের মনে
চৈতন্য ফিরিয়ে এল,
দূরে পলাইয়ে গেল
মায়া-মোহজাত তম, মন্ত্র উচ্চারণে
প্রকৃতিস্থ হল যেন ভূতগ্রস্ত জনে।

১৯

তখন বুঝিল উঃ কি বিগর্হিত কাজ,
কুমতির ছলনায়
না বুঝে করেছে হায়,
হানিয়া ন্যায়ের আহা মস্তকেতে বাজ,
কলঙ্ক ঘোষিবে যাহে মনুজ-সমাজ।
তখন মরমস্থল বিদীর্ণ হইয়া
ঘোর অনুতাপে মন জ্বলিয়া উঠিল,
মহাত্রাসে থর থর
বিকম্পিত কলেবর,
সর্ব্ব অঙ্গে স্বেদ ধারা ঝরিতে লাগিল।

২০

নিরেট পাষাণ সম বজ্রলেপময়
অয়স-হৃদয় এবে দয়ার্দ্র হইল,
আপন আসন হতে
ভাসি নেত্রাসার স্রোতে

খিদ্যমান পিতৃপদে ঝাঁপায়ে পড়িল।
অমনি দারুণ মুর্চ্ছা মায়ার কৌশলে
যুবার অজ্ঞাতসারে
জ্ঞানরত্ন নিল হরে,
স্পন্দন-রহিত দেহ, নিশ্বাস না চলে,
অর্ব্বাচীন যুবা অই পড়িল ভূতলে!

২১

কতক্ষণ পরে—
মুর্চ্ছাভঙ্গে ধরি পিতৃ-যুগল চরণ,
বারংবার ভক্তিভরে
সহস্র চুম্বন ক'রে,
করুণ কাতরে কত যাচিল মার্জ্জন,
বেদনাব্যঞ্জক শ্বাস করিয়া ক্ষেপণ।
সুমতি সরলচেতা বঙ্গ-অধিপতি,
মনোক্ষোভ রোষ ত্যজি,
অপত্য-স্নেহেতে মজি,
করে ধরে কেকোবাদে তুলিল, তখন
পিতা পুত্রে হল দৃঢ় স্নেহ-আলিঙ্গন।

২২

সিংহাসনে বসাইয়া প্রবীণ পিতায়
আপনি জুড়িয়া কর কেকোবাদ হায়
নীরবেতে এই দুখে

নম্রভাবে অধোমুখে,
দাঁড়ায়ে রহিল যেন আজ্ঞা অপেক্ষায়।
অতঃপর বিচক্ষণ বঙ্গ-শাসয়িতা
রাজকার্য্য সুশৃঙ্খলে
চালাইতে বিধি-বলে,
হিতগর্ভ উপদেশ করিয়া প্রদান
স্ব আত্মজে, স্বীয় রাজ্যে করিল প্রস্থান।

২৩

নিজাম উদ্দীন পাপী দেখিল তখন
মনের বাসনা তার হল না পূরণ,
করতলে পেতে চাঁদ,
পেতেছিল যেই ফাঁদ,
ছিন্ন হয়ে গেল তাহা, বৃথা আকিঞ্চন।
অকূল নিরাশ-সিন্ধু-সলিলে ভাসিয়া
দুখে অভিমানে মন;
দহে এবে অনুক্ষণ,
বুক ফেটে বার যেন হতেছে জীবন,
দিন দিন দিব্য কান্তি মসীর বরণ।

২৪

পরিণামে ভয়ঙ্কর মনের উদ্বেগ
সম্বরিতে নারি তীব্র হলাহল পানে,
পরাণ ত্যজিল হায়

ছাড়িয়া অনিত্য কায়
মিশিল জীবন-বায়ু অনন্ত বিমানে।
হায় এ প্রবাস স্থান বসুন্ধরা মাঝে
নীচ যারা দুরাশয়,
কুকাজে কুমতি হয়,
তাহাদেরি এইরূপ অপমৃত্যু ঘটে,
বিমুক্ত স্বর্গের দ্বার পুণ্যাত্মা নিকটে।

সংপূর্ণ।

বিজ্ঞাপন

শ্রীমোজাম্মেল হক্-প্রণীত নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে এবং শান্তিপুর মহম্মদীয় লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য।

কুসুমাঞ্জলি	।০ ,	ডাঃ মাঃ	১০
অপূর্ব্ব-দর্শন	॥০ ,	,,	৵০
মেহ্দী (সুদানের মাহ্দির ইতিবৃত্ত)	।০ ,	,,	১০
পদ্যশিক্ষা (শ্রেণীপাঠ্য)	যন্ত্রস্থ		
নারীজীবন (যোগেন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায় কৃত)	৵০,	,,	৵০
নারীপূজা ,, ,, ,,	৶০,	,,	১০
জীবন সঞ্চার ,, ,, ,,	॥৶০,	,,	৵০
চিন্তামালা (জীবন চন্দ্র ভক্ত কৃত)	৶০ ,	,,	১০
মহারাণা	৵০	,,	১০

কুসুমাঞ্জলি সম্বন্ধে সম্বাদপত্রের অভিমত।

"শ্রীযুক্ত মোজাম্মেল হক্ মহাশয় যে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, বাঙ্গালী হিন্দুর লেখনী হইতে তাদৃশ গ্রন্থ প্রসূত হইলেও অগৌরবের সামগ্রী হয় না। তাঁহার গ্রন্থের ভাষা ও ভাব সকলই মার্জ্জিত ও সুরুচিসম্পন্ন। তাঁহার গ্রন্থ মধ্যস্থ

বঙ্গবিধবা, একটী পাখী ইত্যাদি সন্দর্ভ পাঠ করিয়া আমরা পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি। প্রার্থনা, এই নবীন গ্রন্থকার নিয়ত সুপাঠ্য পুস্তক রচনা করিয়া দেশের মহোপকার সাধিত করিবেন এবং যশ ও মানের অধিকারী হইবেন।"

প্রবাহ।

Kusumanjoly—"Poems on a variety of subjects written in good Bengali and in the style and spirits of the best Bengali authors."

The Calcutta Gazette.

"পুস্তকের মলাটে নাম দেখিয়া বুঝা গেল, এই গ্রন্থখানি কোন মুসলমান কবি কর্তৃক বিরচিত, কিন্তু গ্রন্থের ভাষা দেখিয়া তাহা বুঝিবার যো নাই। ইঁহার লেখা অনেক বাঙ্গালীর লেখা অপেক্ষা সরল ও সুশ্রাব্য।" ভারতী।

"আহ্লাদ সহ এই কুসুমোদ্যানটীতে ভ্রমণ করিলাম। ইহাতে কোমলপ্রাণা রজনীগন্ধার সুবাস, প্রণয়পূর্ণ সরল গোলাবের অপূর্ব্ব সৌরভ ও প্রণয়াতুরা চম্পকের তীব্র ঘ্রাণ একাধারে পাইয়া সুখী হইলাম। * * * ইহাতে কবিজনোচিত চিন্তার বিশিষ্ট লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে।" ইস্‌লাম।

"ইহাতে গ্রন্থকর্ত্তা আপনার ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সকলই সারপূর্ণ হইয়াছে।" ভারত দর্পণ।